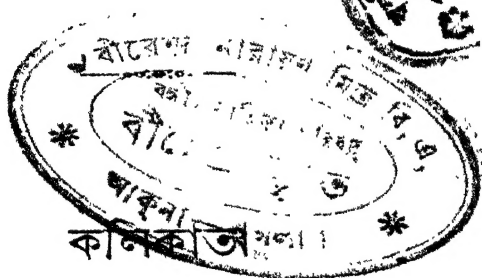


রাজা রামমোহন রায়ের

সঙ্গীতাবলী ।



আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

মাঘ ১৯১০ শক ।

মূল্য ১০ আনা ।

সূচী পত্র ।

গান	পৃষ্ঠা
অচিন্ত্য রচন বিশ্ব যেই	৬
অনিভা বিষয় কর	১০
অস্ত হৌনে ভ্রান্ত মন	৩৫
অজ্ঞানে জ্ঞান হারারে	২৫
অহে পথিক গুন	২৯
অহকার পরিহরি চিত্ত	৩৪
অহকারে মত্ত সদা	৪০
আত্ম উপাসনা বিনা	৪৪
আত্মাএব উপাসনা	৫৪
আত্ম উপাসনার রে মন	৪৮
আরে মম চিত্ত	২৭
আমি হই আমি করি	২৫
আমি আমি বল কারে	৪৫
আমি ভাবি সদা ভাবি	৫৫
ইন্দ্রিয় বিষয় দানে	৪৩

গান	পৃষ্ঠা
একবার ভ্রমেতেও মনে	৮
একদিন যদি হবে	৭
একি ভুল মন	২
একি ভুলে রয়েছে মন	১১
এই হল এই হবে	৫
এছ'গতি গতাগতি নিরুত্তি	৩৩
এ দিন তো রবে না	৩৭
এত ভ্রান্তি কেন মন	৪
এক অনাদি পুরুষ	৫৩
ওরে মন ভঙ্গ বিদলে	৫৩
কত আর স্থখে মুখ	৯
কর সে আশ্রয় তব	৪৯
কি স্বদেশে কি বিদেশে	৫০
কে নাশে কামাদি অগ্নি	৫২
কেন সৃজন নয়	২৫
কেনে হবে পার	২৬
কেনে করিবে তাঁহার	২৭
কে তুমি কোথায় ছিলে	১৬

গান	পৃষ্ঠা
কোথায় গমন কর সর্বক্ষণ ...	৪
কেন ভোল মনে কর ...	৩৫
কোন ক্ষণে যাবে তনু .	৩৮
কোথা হতে এলে কোথা ...	৪৫
গ্রাস করে কাল পরমায়ু ...	৯
চপল চঞ্চল আয়ু যায় ...	৪৩
চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়া ...	১৪
চৈতন্য বিহীন জন ...	২৪
ছিল না রবে না দেহ ...	১৫
জন্মের সাফল্য কর ওরে ...	১০
জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ ...	৫
র্তারে কর হে স্মরণ ...	৩৯
র্তারে ভাবো ওরে মনঃ ...	৪৬
র্তারে দূর জানি ভ্রম সংসার ...	৩৩
তুমি কার কে তোমার ...	১২
দম্ভভাবে কত রবে ...	৮
দেখ মন এ কেমন ...	৪৩০
দেহ রূপ এক বৃক্ষে ...	৪৮

গান	পৃষ্ঠা
দিবা বিভাবরি	১৭
হিভাব ভাব কি মন	৩
হৈতভাব ভাব কি মন	২২
দৃশ্যমান যে পদার্থ	১৬
নিজ গ্রামে পর গৃহে	৪২
নিরঞ্জন নিরাময় করহ	৪০
নিরঞ্জনের নিরূপণ	২১
নিরন্তর ভাব তাঁরে	১১
নিরূপণের উদ্দেশ্য	২
নিত্য নিরঞ্জন	১৯
পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি	৫১
পরমাত্মায় মনরে	২০
বচন অতীত যাহা	৬
বিগতবিশেষঃ	১৮
বিনাশ বিনাশ মন	৫৩
বিনাশ অজ্ঞান রিপু	২৮
বিস্তার করিলে রাজ্য	১২
বিষয় আসক্ত মন	৪১

গান	পৃষ্ঠা
বিচিত্র করিতে গৃহ	৪৬
বিষয় বিষ পানাসক্তে	৩৭
বৃথায় বিষয়ে ভ্রম	৪৭
বিষয় মৃগতৃষ্ণায় ক্রমে	৩৬
ভজ অকাল নির্ভয়ে	৩২
ভাব মন আপন অন্তরে	৪১
ভজ মন তাঁরে	৪২
ভয় করিলে যারে	৩১
ভবে ভ্রান্ত হয়ে জীব	৩০
ভাব সেই একে	২০
ভাব সেই পরাংপরে	১৪
ভুলনা নিষাদ কাল	৫০
ভুলনা ভুলনা মন	৩১
মন তোরে কে ভুলালে	২১
মন এ কি ভ্রান্তি তোমার	২২
মন যারে নাহি পায়	২৬
মন অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত	৩৪
মন তুমি লদা কর তাহার	৩৬

গান	পৃষ্ঠা
মনরে তাজ অভিমান	২৩
মানিলাম হও তুমি	৩২
মনে কর শেষের সে	৭
মায়াবশে রসোল্লাসে	৫২
লোকে জিজ্ঞাসিলে বল	১৫
শাস্ত্রতমভয়মশোক	১৭
শুনতো ব্রাহ্ম	২৯
শুন ওরে মন বলি তোরে	৪৫
শুন ওরে মনঃ ভজ সদা	৫৪
সত্য সূচনা বিনা সকলি	১
সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথা	৩
সংসার সকলি অসার	৫১
সংসার সাগরে অতি	১৩
সঙ্গের সঙ্গীরে মন	৩০
সর্ব কৰ্ম তাজিয়া একের	৩৬
সে কোথায় কার কর	২৪
স্বর পরমেশ্বরে	২৮
স্বর পরমেশ্বরে মন	৩১

গান		পৃষ্ঠা
হে মন কর আত্মাহুসকান	...	১২
কণমিহ চিন্তা কর	...	৩৩



ব্রহ্মসঙ্গীত ।

প্রাতঃকাল ।



রাগিনী রামকলৌ—তাল আড়াঠেকা ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায় ।

দারা সূত ধন জন সঙ্গে নাহি যায় ।

সে অতীত ত্রৈগুণ্য উপাধি কল্পনা শূন্য, ভাব
তাঁরে হবে ধন্য, সৰ্ব্বশাস্ত্রে গায় ।

মা কুরু ধন জন যৌবন গৰ্ব্ব,

হরতি নিমেষাৎ কালঃ সৰ্ব্বং ।

মাধাময় মিদমখিলং হিত্বা ;

ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ।

নলিনী দলগত জলবত্তরলং,

তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলং ।

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা,

ভবতি ভবান্ববতরণে নৌকা ।

দিনযামিত্রৌ সায়ং প্রাতঃ,

শিশির বসন্তৌ পুনরায়াতঃ ।

কালঃক্ৰীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যশাবাসুঃ ।

বালস্তাবৎ ক্ৰীড়ানন্তঃ স্তরুণ স্তাবন্তরুণীরন্তঃ ।

বৃদ্ধস্তাবচ্চিস্তাময়ঃ,

পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লয়ঃ ।

রাগিনী আলাইরা—তাল আড়াঠেকা ।

একি ভুল মন ।

দেখিবারে চাহ যারে নাদেখে নয়ন ।

আকাশ বিস্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিন আকাশেরে,
আকাশের মাঝে তারে আনা এ—কেমন ।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত, যে চালায় অবিরত, তারে
দোলাইতে কত, করহ যতন ।

পশু পক্ষী জলচরে, যে আহাৰ দেয় নরে, চাহ
সেই পরাংপরে, করাতে ভোজন ।

রাগিনী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

নিরূপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি
হয় সম্ভাবনা ।

অচিন্ত্য উপাধি হৌনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে,
যত সব অর্কাচীনে করয়ে কল্পনা ।

পদার্থ ইন্দ্রিয় পর, বিভূ সর্ব অগোচর, বেদ
বিধির অন্তর, মন জান না ।

বর্ণেতে বর্ণিতে নারি, বাক্যেতে কহিতে হারি,
শ্রবণ মনন তাঁরি, কর সূচনা ।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়া ।

সত্য সূচনা বিনা সকলি বৃথায় ।

যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায় ।

সে অতীত ত্রৈগুণ্য, উপাধি কল্পনা শূন্য, ঘটে
পটে দত মান্য, সে কেবল কথায় ।

দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন, প্রপঞ্চ
বিধান মন, করহ বিদায় ।

তাজিয়া বাস্তব বোধ, করো জন্য অহুরোধ,
মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায় ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল ।

দ্বিভাব ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয় ।

একের কল্পনা রূপ সাধকেতে কর ।

হংসরূপে সৰ্ব্বান্তরে, বাপিল যে চরাচরে, সে
বিনা কে আছে ওরে একোন নিশ্চয় ।

স্থাবরাদি জঙ্গম, বিধি বিষ্ণু শিব যম, প্রত্যো-
কেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয় ।

কর অভিমান খর্ব, ত্যজ মন দ্বৈত গর্ব,
একাত্মা জানিবে সর্ব, অথও ব্রহ্মাও ময় ।

রাগিনী টোড়ী—তাল আড়াঠেকা ।

এত ভ্রান্তি কেন মন দেখ আপন অন্তরে ।

যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সৰ্ব্বান্তরে ।

সূর্য্যোতে প্রকাশ, তেজ রূপে করে স্থিতি,
শশীতে শীতলতা জগতে এই রীতি, তোমাতে যে
আত্মা রূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে ।

রাগিনী আলাইয়া—তাল আড়া ।

কোথায় গমন, কর সৰ্ব্বক্ষণ, সেই নিরঞ্জন
অন্বেষণে ।

ফলশ্রুতি বাণী হৃদয়েতে মানি প্রফুল্ল আপনি
আপন মনে ।

সর্বব্যাপী তাঁর আখ্যা, এই সে বেদের
ব্যাখ্যা, অগ্রথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে ।

রাগিণী কুবব—তাল ঝাঁপতাল ।

জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব ।

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিষ্টৈগুণ্য ভব ।

হইয়া আশার দাস, কর নানা অভিলাষ, না
কাটিলে কর্ম পাশ, সকলি অশিব ।

একেতে করিয়া তঞ্চ, সত্য জান এ প্রপঞ্চ,
সেই ভাবে কাল বঞ্চ, এ কি বোধ তব ।

না করে সত্যোতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত,
বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব ।

রাগ ভৈরব—তাল আড়াঠেকা ।

এই হল এই হবে এই বাসনায় । দিবা নিশি
মুক্ত হয়ে দেখিতে না পায় ।

মরে লোক প্রতিপক্ষে দেখে তবু নাহি জানে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায় ।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং ।

শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরং ।

রাগিণী ললিত—তাল চিমাতেতাল।

অচিন্ত্য রচন বিশ্ব যেই করিল রচনা।

কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাবনা।

জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাহতে হতেছে এই সংসার কল্পনা।

দেখ জলবিন্দুপরি, যেই শিল্প কৰ্ম করি, অপূৰ্ণ
রূপ মাধুরি, বিবিধ প্রকার।

করিল স্বজন যেই, জানিবা উপান্য সেই, কর
ছেদ ভেদাভেদ দারুণ বাসনা।

অনিত্য কামনা বশে, বন্ধ হয়ে কৰ্ম ফাঁসে,
বিষয়ের অভিলାষে রহিলে অদ্যাপি।

অজপা হতেছে শেষ, তাজ দস্ত রাগ দ্বেষ,
বাবে ক্লেশ নিৰ্ব্বিশেষ, কর রে সূচনা।

রাগিণী ললিত—তাল একতাল।

বচন অতীত যাহা করে কি বুঝান যায়।

বিশ্ব যার মায়া হয়, তুল্য নাহি শাস্ত্রে কর,
সাদৃশ্য দিব কোথায়।

যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিতে,
চিন্তহ তাঁহায়।

পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যাতান,
নাহি কোন অন্য উপায় ।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা ।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ।

অন্তে বাক্য কবে কিঙ্ক তুমি রবে নিকন্তর ।

বার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেবে তত হইবে কাতর ।

গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি-
হীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর ।

অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য
অভ্যাস কর, সত্যোতে নির্ভর ।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা ।

একদিন যদি হবে অবশ্র মরণ ।

তবে এত আশা কেন এত দ্বন্দ্ব কি কারণ ।

এই যে মার্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিঙ্ক
যত্নে দেহ নাশ না হয় ব্যরণ ।

অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্তা, দয়া
কর জীব, লও সত্যের শরণ ।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা ।

দস্তভাবে কত রবে হও সাবধান ।

কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান ।

কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পর নিন্দা পর
দ্রোহে, মুগ্ধ হয়্যা নিজ দোষ না কর সন্ধান ।

রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল
মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান ।

অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য
মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান ।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা ।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে । কি
কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃপেতে প্রাণ যাবে ।

মাতৃ-গর্ভ-অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে,
অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে ।

প্রথমেতে সংজ্ঞা হীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন,
সেই সব উপদ্রব শেষেও খটিবে ।

অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান,
পর হিতে মন দিবে, সত্যকে চিন্তিবে।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি
বিবরে মত্ত, সদা ব্যস্ত উপার্জনে।

গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত, বর্ব
গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।

এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধনজন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।

অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাংপর, বিবেক
বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ
মুখের পরিণাম বারেক না ভাব মনে।

শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দস্ত যাবে,
গলিত কপোল কণ্ঠ, হবে কিছু দিনে।

লোল চর্ম্ম কদাকার, কফ কাশ ছুর্নিবার, হস্ত
পদ শিরঃ কম্প, ভ্রাস্তি ক্ষণে ক্ষণে।

অতএব তাজ গর্ভ, অনিত্য জানিবে সর্ব, দয়া
জীবে নম্রভাবে, ভাব সত্য নিরঞ্জন।

রাগিণী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্বদা চিন্তন। ভ্রমেণ্ড না
ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।

বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে
হানা ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দস্ত করে হাহাকার,
মৃত্যুর স্বরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।

অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ
সময়ে বন্ধু, এক মাত্র তিনি হন।

রাগিণী সরকরদা—তাল আড়াঠেকা।

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন।

সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই নিবেদন।

জগৎ অনিত্য দেখে, সত্যোতে নিশ্চয় রেখে,
সতত থাক হে সুখে, কেন বিফল ভ্রমণ।

‘আত্ম পরিচয় জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব
র্তার সত্তাধীন, বেদের এই বচন।

তাঁহারে ভাবিলে পরে সৰ্কি ছুঃখ যাবে দূরে,
শোক নোহ সিকু পারে, নিতান্ত হবে গমন ।

রাগিনী আলাইরা—তাল আডাঠেকা ।

নিরন্তর ভাব তাঁরে, বিশ্বাধার বল যারে ।
বিত্ত পরিপূর্ণ তব ব্যাপ্ত সাক্ষী চরাচরে ।
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে, নাহি পার ধ্যান ধরে,
স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপ বেদে কহে বারে বারে ।

বুদ্ধিতে বুদ্ধিতে নারি, বাক্যে না কহিতে
পারি, নবও পুনানু নারী, কে তাঁরে বলিতে
পারে ।

রাগিনী বিভাস—তাল আড ।

এ কি ভুলে রয়েছ জন, বিষয় জোগে অচেতন ।
জান না অনিত্য দেহ করেছ ধারণ ।
পঞ্চ ভূত জড় ময়, কত আছে কত নয়,
সকলি অনিত্য হয় দারা ছুত ধন জন ।
ভুলনা মায়া আর, ত্যজ আশা অহঙ্কারি,
তজ নিত্য নির্বিকার পুনর্জনন-হরণ ।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা ।

তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন।

মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন ।

রজ্জুত হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন ।

প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সত্য নিরঞ্জন ।

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে স্তখে,
প্রভাত হইলে দশ দিগেতে গমন ।

তেমনি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ ।

কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা
বা রহিবে তব প্রাণ প্রিয়জন ।

ধন যৌবন গুমান, কোথা রবে অভিমান,
বধন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন ।

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা ।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান, শমন ভয় রবেনা
রবেনা ।

পঙ্কজ দল জল, ইব জীবন চঞ্চল, ধনজন চপলা
সমান, রবেনা রবেনা ।

নির্গুণ নির্গুণ মন জ্ঞানান্ত্রে কর হেদন মহা-
মায়া নির্মিত ত্রিগুণ ব্যবধান ।

এখনি হইবে সুখী, অন্তরে আগারে দে
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভুলনা ভুলনা ।

রাগিনী আলাইয়া—তাল আড়া ।

সংসার সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরি ।

অজ্ঞান সলিলে ভাসে দিবস শরীরী ।

দেখ দেখ সাবধান, রিপু সূখর বান, প্রতি-
ক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ লহরী ।

অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী,
তোলো বৈরাগ্যের পালি, বাধ শাস্তিগুণে ।

বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার, নিত্য-
জ্ঞান আশ্রিত হইবে অবলম্ব করি ।

রাগিনী রামকেলী—তাল আড়াঠেকা ।

বিস্তার করিলে রাজ্য নিজ বাহুবলে ।

সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে ।

হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে
হুজুয় রিপু তার কি চিন্তিলে ।

প্রবল সে রিপু ছয়, তোমায়ে করিল জয়,
ধিক ওরে দন্তময়, বৃথা অহঙ্কার ।

অতএব যুক্তি গুন মনেতে বৈরাগ্য আন আশ্র-
তত্ত্ব সমরে দলহ রিপুদলে ।

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি ।

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়া ওরে মনঃ আশ্র
উপাসনা বীজ করহে রোপণ ।

প্রযত্ন সেচনী ধরি বিবেক বৈরাগ্য বারি
প্রাণপণে প্রতিক্ষণে কর রে সেচন ।

হবে বৃক্ষ মোক্ষময় নিতাজ্ঞান ফলচয় নিশ্চিত
অমৃত লাভ সে ফল ফলিলে ।

যুক্ত এই যুক্তি মতে, সত্ত্বর হও ইহাতে, নিবু-
ত্তিয়া গতাগতি নিতাসুখী হবে মনঃ ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা ।

ভাব সেই পরাৎপরে, অতীন্দ্রিয় সর্বাঙ্গারে ।

অথও সচ্চিদানন্দ বাক্য মন অগোচরে ।

‘ কে বুঝিবে শাস্ত্র মর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম,
একমেবাদ্বিতীয়ং বেদে কহে বারে বারে ।

পাত্রে পাত্রে রাখি অম্বু. দেখ রবি প্রতিবিম্ব,
তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা, সর্বভূত চরাচরে ।

দেখ গাবি নানা বর্ণ, হৃদয় সবে এক বর্ণ, সর্ব
জীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে ভাব তাঁরে ।

রাগিনী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

ছিল না রবে না দেহ সংযোগ প্রাণেতে ।

অবশ্য হইবে লীন স্বস্থ কারণেতে ।

মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, আত্মতত্ত্ব পাশরিরে, দারা
সুত ধন লয়ে, আছি ভাল সুখেতে ।

কি কর বিষয় গর্ব, অবিলম্বে হবে থর্ব,
নাশিবে তোমার সর্ব, কাল নিমেষেতে ।

অতএব সাবধান, তাজ দস্ত অভিমান, বৈরাগ্য
কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে ।

রাগিনী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে
প্রাণে ।

কোথায় কুশল তোমার আয়ুর্ধাতি দিনে দিনে ।

দারা স্তুত প্রভৃতি, কেহ না হইবে সতি,
জ্ঞান করি অবস্থিতি, তোমার সহায় জীবনে ।

যুক্তি বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন
ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরঞ্জে ।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা ।

দৃশ্যমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ জাত ।

অনাদি অনন্ত সত্যো চিত্ত রাখ অবিরত ।

স্বাবর জন্ম হয়, তাঁহাতে উৎপন্ন হয়, একায়া
সৰ্ব্বাশ্রয়, অতিরিক্ত মিথ্যা ভূত ।

মমেতি বাক্যে প্রাণী, কৰ্ত্তা ভোক্তা অভি-
মানী, অহংস্বখী অহং জ্ঞানী জীব মায়ায় মোহিত ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

কে তুমি কোথায় ছিলে যাবে কোথা বল ।

না জানিয়া আত্মতত্ত্ব অনর্থ কাল গেল ।

কারণের কার্য্য তুমি, বট পঞ্চ ভূত গামি,
অথচ বলায় আমি, আমার এ সকল ।

ফণিনুখে ভেক যেমন, কাল স্থানে আছ
তেমন, কেন অভিমান ওমন করিছ বিফল ।

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা ।

দিবা বিভাবরি জীব করিছে গমন ।

জাগ্রত সুবৃষ্টি আদি কি উপবেশন ।

বহিতেছে শ্রমশ্বাস, ক্রমে হবে সর্বনাশ,
অদূরেতে কাল বাস কর নিরীক্ষণ ।

শুন গুরে ভ্রান্ত মন, কত আর দেখ স্বপন,
কেবা নেত্রে দিয়াছুলি করাবে চেতন ।

সায়ংকাল ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল কামাল ।

শাস্তমভয়মশোকমদেহং ।

পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং ।

চিস্তয় শাস্তমতে পরমেশং ।

স্বীকুরু তত্ত্ববিদ্যাসুপদেশং ।

দিনকরশিশিরকরাবতিয়াতঃ ।

যন্ত ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ ।

ভবতি যতোজগতোস্য বিকাশঃ ।

স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ !

যদমুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ ।
 ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ ।
 যেন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং ।
 জগতি পরং শরণং শরণানাং ।

রাগিনী কেদারা—তাল আড়াঠেকা ।

বিগতবিশেষঃ, অনিতাশেষঃ,
 সচ্চিৎস্বৰূপরিপূর্ণং ।
 আকৃতিবীতং, ত্রিগুণাতীতং,
 স্মর পরমেশং তুর্ণং ।
 গচ্ছদপাদং, বিগতকিৰাদং,
 পশ্যতি নেত্রবিহীনং ।
 শৃণুদকৰ্ণং বিরহিতবর্ণং,
 গৃহুদহস্তমপীনং ।
 বেদৈর্গীতং প্রত্যগতীতং,
 পরাংপরং চৈতন্যং ।
 অজরমশোকং জগদালোকং,
 সৰ্ব্বৈন্যকশরণ্যং ।

ব্যাপ্যশেষং স্থিতমবিশেষং

নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং ।

বিততবিকাশং জগদাবাসং,

সর্বোপাধিবিভিন্নং ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি ।

নিতা নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভূ বিশ্ব-
নিকেতন ।

বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্বিশেষ
সনাতন ।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাংপর, অন্তরাহ্মা
অগোচর ।

সর্বশক্তিমান, সর্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব-
চরাচর ।

অনন্ত অবায়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময় ।

উপমা রহিত, সর্বজন হিত, ক্রব সত্য সর্বাশ্রয় ।

সর্বজ্ঞ নিষ্কল, বিগুহ্য নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্র-
কাশ ।

অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্বসাক্ষী
অবিনাশ ।

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে
যাঁর ।

জলবিন্দুপরি, শিল্প কার্য্য করি, দেন রূপ
চমৎকার ।

পশু পক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, যাহার রচনা
হয় ।

স্থাবর জঙ্গম, যথা যে নিয়ম^k, সেই রূপে সব
রয় ।

আহার উদরে, দেন সবাঁকারে, জীবের জীবন
দাতা ।

রস রক্ত স্থানে, হৃৎক দেন স্তনে, পানহেতু
বিশ্বপাতা ।

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়-
মেতে ।

সেই পরাংপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে
বিধি মতে ।

রাগিণী ইয়গ কল্যাণ—তাল তেওঁট ।

ভাব সেই একে ।

জলে স্থলে শূন্তে যে সমান ভাবে থাকে ।

যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যার, সে
জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে ।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং ।

তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাং,

বিদাম দেবং ভুবনেশমীডাং ।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা ।

নিরঞ্জনের নিরূপণ, কিসে হবে বল মন, সে
অতীত ত্রৈগুণ্য ।

নবগু পুমান্ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি,
অতিক্রান্ত ভূত পঙ্ক্তি, সমাধান শূন্য ।

কেহ হস্ত পদ দেয়, কেহ বলে জ্যোতির্ময়,
কেহ বা আকাশ কর, কেহ কহে জন্ত ।

সে সব কল্পনা মাত্র, বার বার কহে শাস্ত্র, এক
সত্য বিনা অত্র, অন্য নহে মান্য ।

রাগিণী মিস্রু ভৈরবী—তাল ঠুংরি ।

মন তোরে কে ভুলালে হয় ।

কল্পনারে সত্য করি জান একি দায় ।

প্রাণ দান দেহ থাকে, যে তোমার বশে থাকে, জগতের প্রাণ তাকে কর অভিপ্রায় ।

কখন ভূষণ দেহ কখন আহাৰ, ক্ষণেকে স্থাপন ক্ষণে করহ সংহার ।

প্রভু বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে, এত ভুল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় ।

রাগিনী সিদ্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

মন এ কি লাভি তোমার ।

আবাহন বিসর্জন বল কর কাব ।

যে বিভূ সৰ্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে, তুমি কেবা আন কাকে, এ কি চমৎকার ।

অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করো, ইহ তিষ্ঠ বল তারে, এ কি অবিচার ।

• এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্বযাহার ।

রাগিনী দেশ—তাল আড়াঠেকা ।

• হৈতভাব ভাব কি মন না জেনো কারণ ।

একের সত্য হই যে কিছু সৃজন ।

পঞ্চদ্রব্য পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন, সকলের
সে কারণ, জীবের জীবন ।

গন্ধগুণ দিয়া ধরায় অপে আশ্বাদন, অনিলেতে
স্পর্শ আর তেজে দরশন ।

শূন্যে শব্দ সমর্পিয়া, বিশ্বের আশ্রয় হইয়া,
সর্বাত্তরে ব্যাপিয়া, আছে নিরঞ্জন ।

রাগিণী সিন্ধুটৈভরবী—ভাল আড়াঠেকা ।

মনরে তাজ অভিমান ।

যদি হে নিশ্চিত জ্ঞান রবেনা এপ্রাণ ।

কিবা কৰ্ম কেবা করে, মন তুমি জাননা রে,
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান ।

অভ্যাস করিলে আগে, বিষয় ব্যাপার যোগে,
আছ সেই অনুরাগে করো অহং জ্ঞান ।

আর কি কর হে মান্ত, এক সত্য বিনা অন্ত,
ত্রিলোক জানিবে জন্ত, বেদের প্রমাণ ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—ভাল ঝাঁপতাল ।

পরমাত্মায় মনরে হও রত ।

বেদ বেদান্ত সর্ব শাস্ত্র সম্মত ।

বিধি বিষ্ণু বল যারে, কালে শেষ করে তাঁরে,
গুণত্রয় বুঝনা রে, স্বর পরমেশ্বরে ত্রিগুণাতীত।

রাগিনী লুম ঝাঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

চৈতন্য বিহীন জন, নিত্যানন্দ পাবে কেন,
আকাশ পুষ্পের স্থায় কল্পনার সদা মন।

কেবা এ মন্ত্রণা দিলে, অনিত্যেতে প্রবর্তিলে,
আত্ম তত্ত্ব মৰ্ম্ম জ্ঞান কৰ্ম্ম মিথ্যা কর জ্ঞান।

রাগিনী বাগেত্রী—তাল আড়াঠেকা।

সে কোথায় কার কর অন্বেষণ।

তত্ত্ব নস্ত্র বস্ত্র পূজা স্বরণ মনন।

অখণ্ড মণ্ডলাকারে, ব্যাপ্ত যিনি চরাচরে, ক্ষণে
আন ক্ষণে তাঁরে কর বিসর্জন।

কে বুঝিবে তাঁর মৰ্ম্ম, ইন্দ্ৰিয়ের নহে কৰ্ম্ম,
গুণাতীত পরব্রহ্ম, সকল কারণ।

‘ জ্ঞানে বস্ত্র নাহি হয়, পঞ্চ করি নিশ্চয়, সে
পঞ্চ প্রপঞ্চময় না জ্ঞানকি মন।

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা ।

অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অনুষ্ঠান ।

পরাম্পর করি পর অপরে পরম জ্ঞান ।

জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার, অলভ্য
বাণিজ্য তাহে না দেখি সুন্যার, অবিবেকে তাজি
তত্ত্ব অতদ্বৈ যথার্থ ভান ।

রাগিনী সাহানা—তাল ষৎ ।

আমি হই আমি করি ত্যজ এই অভিমান ।

উচিত হয় এই করিতে আপনারে যত্ন জ্ঞান ।

ইন্দ্রিয়গণেতে রাজা তুমি বট মন ।

তোমার নিয়োগে হয় ক্রিয়া সমাপন ।

তোমাতে নিয়োজিত যে করে তারত না পাও

সদ্ধান ।

রাগ গোঁড়মল্লার—তাল কাওরালি ।

কেন সৃজন লয় কারণে ভঙ্গ না ।

হবে না হবে না জনন মরণ বাতনা ।

দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কুপেতে
পতিত হয়ে যজো না ।

অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা অশেষ,
নিগুণ বিশেষ বোঝনা।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে হবে পার, সংসার পারাবার, বিনা
জ্ঞান তরণী বিবেক কর্ণধার।

শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলশ, কস্মণ্ডণে
সদা বাধা কঠেতে তোমার।

ঘোরতর মায়াতম, আশা পবন বিষম, প্রবৃত্তি
তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার।

নানাভিমানের ধারা, বহে খরতর তারা,
কাম ক্রোধ লোভ জলচর ছুর্নিবার।

মমতা বর্জ বিশাল, তাহে ভাসে মোহব্যাল,
মাৎস্য পাথর জান নাহি পারাবার।

কাল ধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল,
ধরে লবে প্রাণ মীন নাহিক নিস্তার।

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়াঠেকা।

মন বাঁরে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।

সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাতাব
বর্ণনে রয়, শ্রুতি স্তব্ধ ভাবে ।

ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছা-
মতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই
মাত্র নিতাস্ত জানিবে ।

রাগিণী বাহার—তাল একতাল ।

আবে মম চিত, এত অন্বচিত, নিজ হিতাহিত,
বোঝ না ।

বিষয় আসব, পান সমুদ্ভব, প্রমোদ নহে সে
যাতনা ।

ধন জন সৰ্ব্ব, যৌবনের গৰ্ব্ব, ক্ষণে হবে থৰ্ব্ব,
জান না ।

আমি বল যারে, না চেন তাঁহারে, মিছা অভি-
মান কর না ।

রাগ মালকোম—তাল আড়াঠেকা ।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন ।

করিতে যাহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্তুতি
দর্শন ।

নিরাধার বিশ্বাধার, নির্নিশেষ নির্বিকার,
চিদাভাস অবিনাশ বুদ্ধিগমা নন ।

শুন শাস্ত্ৰচিত্ত জন, সেতো জীবের জীবন,
মনের সে মন ।

রাগিনী বাহার—ভাল আড়াঠেকা ।

বিনাশ অজ্ঞান বিপু প্রবোধ আমার ।

জ্ঞানোদয়ে সুখোদয় হইবে অপার ।

দেহ রথে করি স্থিতি, জীবাত্মা তাহাতে রথী,
লক্ষ কর বাদি প্রতি, ভয় কি তোমার ।

অশ্ব দশেন্দ্রিয় তাতে, মনোরাশি রজ্জু হাতে,
নিবার বিষয় পথে, আশা অনিবার ।

বস্তু বিচারন বাণ, কর সদা সুনন্দান, ইথে না
পাইবে ভ্রাণ, রিপু কুল আর ।

রাগিনী বাগেশী—ভাল একতাল ।

স্বর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে ।

বিবেক বৈরাগ্য ছই সহায় সাধনে ।

* বিষয়ের ছুংখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ
মন এ বজ্রণা, সত্য ভাব মনে ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি ।

শুন্তো ভ্রান্ত অশান্ত মন দিনতো মিছা গেল
বয়্যা ।

ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস,
যায় ফুরায়্যা ।

একি অনুচিত, সন্তোষ নাই প্রীত, বিষয়ে মো-
হিত, রয়্যাছ হয়্যা ।

সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চরাচর, অন্তরে অন্তর
আচ্ছ ভাবিয়্যা ।

স্বজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ,
দেখ ভাবিয়্যা ।

শ্রবণ মনন, কর সৰ্ব্বক্ষণ, সত্য পরায়ণ, থাক
রে হয়্যা ।

রাগ মালকোষ—তাল আড়াঠেকা ।

অহে পথিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসে
নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ ।

যে দেখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় গ্রাম,
আত্ম তত্ত্ব নিজ ধাম, কর তার অব্বেষণ ।

পঞ্চ ভূতময় দেশে, ষড়্ ভূতের উপদেশে, ভ্রম
কেন অনুদ্দেশে, দেশে হেঁচ কি কারণ ।

রাগ গোড়মল্লার—তাল আড়াঠেকা ।

সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ,
অন্তরে না দেখে তাঁরে কেন অন্তরে ভ্রমণ ।

যে বিভূ করে যোজন, কশ্মেতে ইন্দ্রিয়গণ,
মাজিয়া মন দর্পণ, তাঁরে কর দর্শন ।

রাগ বেহাগ—তাল একতাল ।

দেখ মন, এ কেমন, আপন অজ্ঞান ।

আমি যারে বল তার না পাও সন্ধান ।

সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অঞ্চ
না জান তারে কেমন প্রকার, অতএব তাজ্ঞ জানি
এই অভিমান ।

রাগিনী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা ।

ভবে ভাস্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব,
ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ ।

* দেহ রথ আত্মা রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয়
সকল অশ্ব রাশ রজ্জু মন ।

বিষয়ে বিরত হইবে, সৌক্ষ পথ আশ্রয়ে, আশা
জিনি স্বরূপেতে কর অবস্থান ।

রাগ গোড়মল্লার—তাল ধামাল ।

স্মর পরমেস্বরে মন আমার ।

আর কি কর চিন্তা, ভবে সেই মাত্র সার ।

সঙ্গ করি তবুজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি,
বিশ্বব্যাপী তাঁরে মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার ।

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল ।

ভয় করিলে যারে না থাকে অন্তের ভয় ।

যাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয় ।

জড় মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমার,

সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়,

কিছু তুমি ভুল তাঁরে এত ভাল নয় ।

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা ।

ভুলনা ভুলনা মন নিত্য সদসদাঙ্গকে ।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড আছে অবলম্ব করি যাকে ।

অথও মণ্ডলাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে
পদার্থ সারাংসার, নিরন্তর ভাব তাঁকে ।

ইন্দ্রিয় শাসন করি, অহঙ্কার পরি হরি, জ্ঞান
অসি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা ।

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর ।

গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব গুণে গুণাকর ।

রাথ রাজ্য সুবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব
রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর ।

কিন্তু দেখ মনে ভাবো, কেহ সঙ্গে নাহি যাবে,
অবশ্য ত্যজিতে হবে, কিছু দিনান্তর ।

অতএব বলি শুন, ত্যজ দত্ত তমোগুণ, মনেতে
বৈরাগ্য আন, হৃদে সত্য পরাংপর ।

রাগিণী সুরট—তাল কাওয়ালি ।

ভজ অকাল নির্ভয়ে ।

পবন তপন শশী ভ্রমে যার ভয়ে ।

‘সর্বকাল বিদ্যমান, সর্বভূতে যে সমান, সেই
সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে ।

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা ।

ক্লগমিহ চিন্তা কর সংস্বরূপ নিরঞ্জন ।

তাজ মন দেহ গর্ভ খর্ব হবে রিপুগণ ।

সম্মুখে বিষয় জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল,
গেলকাল অন্ত কাল, ভাব রে এখন ।

বাহতে উৎপত্তি স্থিতি, তাঁহাতে নাইক মতি,
এ তোঁর কেমন রীতি, ওরে দস্তময় মন ।

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা ।

তাঁরে দূর জানি ভ্রম সংসার সঙ্কটে ।

আছে বিভূ তোমা হতে তোমার নিকটে ।

তুমি কেন নিরন্তর, থাক তাঁ হতে অন্তর, ভাব
সেই পরাংপর, নিত্য অকপটে ।

অতএব জ্ঞান রত্ন, অহরহ কর যত্ন, জ্ঞান বিনা
জন্ম বৃথা, দেখ সত্য ষটে ।

রাগিনী কেদারা—তাল কাওরালি ।

এহুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে ।

যাবৎ কন্দের ফলে প্রযুক্তি রহিবে ।

দেখিতে সুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি
ফল সে ফলে বল, যাতে হলাহল পাবে।

কেন ভোগে মুগ্ধ হও, আমি আমি সদা কও,
আশার বশেতে রও বুখা প্রাণ যাবে।

অতএব সাবধান, তাজি ব্রহ্মাত্মক জ্ঞান, ভজ
সত্য সনাতন, অমৃত পাইবে।

রাগিণী কেরারা—তাল কাওয়ালি।

অহঙ্কার পরিহারি চিন্ত ওরে অহরহঃ।

ক্রিয়াহীনমনাকারং নিগুণং সৰ্বগং মহঃ।

গুণাতীত নিরাশ্রয়, ব্যাপ্ত বিভূ বিশ্বময়, সৰ্ব
সাক্ষী সৰ্বাশ্রয়, তাঁহার শরণ লহ।

জগৎ প্রত্যক্ষ হয়, দেখ বাহার সত্তার, সৰ্বত্র
অগচ্ছ ইন্দ্রিয় গোচর নয়।

দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞ্জন, শ্রবণ
মনন মন তাঁহার করহ।

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

মন অশান্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যায় রে।

আত্মার শ্রবণ মনন না হইল হায় রে।

অহং জ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে রত,
মিথ্যায় প্রতীত সত্য, করহ মায়ায় রে ।

স্বপ্ন প্রায় জান জীবন, তবু আছ অচেতন,
সম্বন্ধ নাহিক কোন, প্রাণ কায়ায় রে ।

আত্মতত্ত্ব না জানিয়ে, পরমাত্মা না ভাবিয়ে,
নির্বোধ প্রবীণ হয়ে, ফল কি বাঁচায় রে ।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল টিমাতেতাল ।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে ।

যে সৃজন পালন করে সংহারে ।

সর্বত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কর
নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্দ্বন্দ্ব বিদ্বাদ্ধার, নিয়ন্তা বল ধারে ।

রাগিনী দেশ—তাল তেওট ।

অন্ত হীনে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি ।

জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর অবধি ।

কাম ক্রোধ নাহি ধার, নিহন্দ নির্দ্বন্দ্ব, না
দেবে উপমা তার এই সত্য বিধি ।

তিনি যে শুনাতে, অখণ্ড অপরিমিত, শব্দা-
তীত স্পর্শাতীত, বেদে বলে নিরবধি ।

মনে যারে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয়
কওয়া, সন্তরণে পার হওয়া, হয় কি জলধি ।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল আড়াঠেকা ।

সর্ব্ব কস্ম তাজিয়া একের লও শরণ ।

নাশিবে কলুষ রাশি নিরর্থক শোক কেন ।

স্বচ্ছন্দ আসনে বসি, ভাব সেই অবিনাশী,
জলেতে যাদৃশ শশী, সর্ব্বভূতে নিরঞ্জন ।

বশীভূত কর মায়া, সর্ব্বজীবে রাখ দয়া, পুনশ্চ
না হবে কারা, আনন্দেতে হবে লীন ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা ।

বিষয় যুগতৃষ্ণায় ক্রমে আয়ু হয় ক্ষীণ ।

আমি কৃতী আমি ধনী এই দর্পে যায় দিন ।

হয়ে আশা বশীভূত, কুসঙ্গে কুপথে রত, সতত
আত্ম বিস্মৃত হারাইয়া তত্ত্বধন ।

• ক্রোধাদি চতুষ্টয়, কামাদি রিপু ছয়, বলেতে
হরিয়া লয়, পরম পদার্থ মন ।

যারে বল পরমার্থ, না ভাবিলে সে পদার্থ,
সংসার সকলি ব্যর্থ, সার সত্যের সাধন ।

রাগিনী আড়ানা বাহার—তাল আড়াঠেকা ।

এ দিন তো হবে না । জীবন জীবন বিষ
জানিয়া কি জান না ।

ক্ষণ মাত্র পরিচয় কা কষ্ট পরিবেদনা ।

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বায়ু সহকারে মিলন,
বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা ।

দারা স্নাত বন্ধু জন, হয় একত্র মিলন, বিশ্লেষ
হলে তখন, কোথায় বাবে বলনা ।

মায়ার্নব উত্তরিষে, কানাদিকে বিনাশিলে,
শান্তি ধৈর্য্য যুক্ত হয়ে, কর আত্মার সাধনা ।

রাগিনী দেশ—তাল আড়াঠেকা ।

বিষয় বিষ পানাসক্তে তাজিল জীবন ।

প্রত্যেকেতে পঞ্চ জীবের গুণ বিবরণ ।

রূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভূঙ্গ,
স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন ।

বিষয়েতে রত, যে জীব অবিরত, বিনষ্ট ঝটিত,
পতঙ্গাদি নিদর্শন ।

অতএব সাবধান, ত্যজ বিষয় রস পান, বৈরা-
গ্যেতে কর যত্ন হৃদে ভাব নিরঞ্জন ।

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা ।

মন তুমি সদা কর তাহার সাধনা ।

নিগুণ গুণাশ্রয় রহিত করনা ।

যে ব্যাপিল সর্বত্র, তবু মন বুদ্ধি নেত্র, নাহি
পায় কি বিচিত্র, কেমন জ্ঞান না ।

জানিতে তাঁর পরিশ্রম, করিছ সে বৃথা শ্রম,
সে সব বুদ্ধির ভ্রম, হুঃসাধ্য সূচনা ।

বিচিত্র বিশ্বনির্মাণ, কার্য্য দেখে কর্তা মান,
আছে মাত্র এই জ্ঞান, অতীত ভাবনা ।

রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

কোন ক্ষণে যাবে তনু নাহি তার নিরূপণ ।

তথাপি বুঝে না জীব চিরস্থায়ী মনে ভান ।

ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না
দেখে কালেরে চ্যাবে, মোহরস করে পান ।

ক্ষণ ভঙ্গ এ জীবন, ওরে মন এ কেমন, দেখে
জনন মরণ, তবু নহে সচেতন ।

মনুষ্য জন্ম ধরে, উচিত বৈরাগ্য করে, মায়া
কাটি জ্ঞান অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন ।

রাগিণী সুরট—তাল আড়াঠেকা ।

তঁারে কর হে স্মরণ, এক অনাদি নিধন,
আপনি জগত ব্যাপ্ত জগত কারণ ।

নির্ঝিকার নিরাময়, নির্ঝিষেব নিরাশ্রয়, বিভূ
অতীন্দ্রিয় হয়, সকল কারণ ।

যাহার ভয়ে তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সত্তরে
যাহার ভয়ে বহিছে পবন ।

দেখ হে যাহার ভয়ে, নক্ষত্র প্রকাশ হয়ে,
যার ভয়ে ফলে তরু বন্ধু অকারণ ।

সৃজন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, স্বরূপ
না জানে দেব ঋষি মুনিগণ ।

অভ্রান্ত বেদান্ত শাস্ত্র, কহে না পাইয়া অন্ত,
এ নহে এ নহে হয় এই নিরূপণ ।

রাগিনী কেদারা—তাল কাওয়ালি ।

নিরঞ্জন নিরানন্ড করহ স্মরণ ।

কি জানি প্রাণবিহঙ্গ পলাবে কখন ।

আরে অভাজন স্মৃথে ; কুপিত ফণি সম্মুখে
করেছ শয়ন ।

সুখ মানিতেছ যারে সে সব যন্ত্রণা ।

সুধা ভ্রমে বিষ পান করো না করো না ।

মত্ত করি তুলা মনে, ধৈর্য্য আদি সমস্ত গুণে,
কর হে বন্ধন ।

কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন ।

কামরসে রসোল্লাসে তুমিলে যৌবন ।

জরাতে ছুঃখ বিপুল, আধি ব্যাধি সমাকুল,
কোথা সত্যে মন ।

রাগিনী কেদারা—তাল কাওয়ালি ।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা ।

অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না ।

শীত গীত্ন আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না ।

একারণে বলি শুন, তাজ রজস্তুম শুন, ভাব
সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না ।

রাগিনী সাহানা—তাল আড়াঠেকা ।

বিষয় আসক্ত মন দিবা নিশি আছে ।

লোকে মান্য হবো বলে কি কষ্ট পেতেছো ।

ধন জন দারা স্নত, যাহাতে মমতা এতো,
শেষে না রহিবে সে তো, তাহা কি ভুলেছো ।

অতএব আত্ম জ্ঞান, কর তার সুসন্ধান, পরম
পদার্থ জ্ঞান, মিছে কেন মজিতেছো ।

রাগিনী খাম্বাজ—তাল একতাল ।

ভাব মন আপন অন্তরে তারে যে জগত পালন
করে ।

সর্বশাস্ত্রে এই কর, শুদ্ধচিত্ত যার হয়, অজ্ঞান
তিমির তার যায় অতি দূরে ।

অন্য অভিলাষ আর, নাহি হয় পুনর্ব্বার,
আত্মানাত্ম বিচার যে এক বার করে ।

রাগিনী খান্ধাজ—তল আড়াঠেকা ।

ভজ মন তাঁরে, যে তাঁরে ওরে ভব পারাবারে ।
পড়িয়া মায়ায়, বুখা কাল যায়, মজালে তোমায়,
রিপু পরিবারে ।

ইন্দ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুরাইছে দিন,
ওরে মন অর্কাচীন, শেষে কবে কারে ।

এখন উপায় শুন, চিন্ত সত্য নিরঞ্জন । কর
শ্রবণ মনন, সাধ্য অনুসারে ।

রাগিনী দেশ—তাল তেওট ।

নিজ গ্রামে পর গৃহে চোর প্রবেশিলে মন ।
লোকে শুনে স্বভবনে সদা ভয়ে ভীত হন ।
নবদ্বার দেহ পরে, কালরূপী তরুরে, প্রতি
দিন আয়ু হরে, নাহি অশ্বেষণ ।

মোহ-রাত্রিতমো-ঘন, মায়া-নিদ্রা অচেতন,
প্রহরী নাহিক কোন, কে করে বারণ ।

শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান অসি করে ধরে,
জাগিয়া কৃতান্ত চোরে, কর নিবারণ ।

রাগিনী পরজ—তাল আড়াঠেকা ।

ইন্দ্রিয় বিষয় দানে নহে ইন্দ্রিয় দমন ।

স্বতচ্ছতি দিলে বহি না হয় বারণ ।

বৃদ্ধিহীন করে মনে, রাখ ইন্দ্রিয় শাসনে, জীব
ব্রহ্ম এক জ্ঞানে, থাক বোগ পরায়ণ ।

উপভোগে সঁপে বিরাগ, ব্রহ্মে রাখ অনুরাগ,
তবে তো তইবে ত্যাগ, ভেদ দৃষ্টি মিথ্যা জ্ঞান ।

এক ব্রহ্ম নব্বিতীয় বিশ্বাস কর নিশ্চয়, নাশি-
বেক সর্ব ভয়, আশ্রয় কর প্রণার্পণ ।

রাগিনী ইমণকল্যাণ—তাল আড়াঠেকা ।

চপল চঞ্চল আয়ু যার প্রতিকণ ।

পত্রাগ্রভাগে যেমন জলের গমন ।

বিষয়ের সুখোদয়, সকলি অনিত্যময়, যেমন,
বিবিধ রচনায় দেখে সুদ্রপন ।

ইহা দেখে মন আগার তাজ আশা অহঙ্কার
সদা কর সুবিচার মন ইন্দ্রিয় দমন ।

বিবেক বৈরাগ্যদ্বয় আশ্র জ্ঞানের সহায় কাব
চিদানন্দ ময় সকল কারণ ।

রাগিনী ইমণকল্যাণ—তাল আড়াঠেকা ।

আত্ম উপাসনা বিনা কিছু নাহি মন ।

আত্মাতে আত্মতা করা ব্রহ্মের সাধন ।

অথগু ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে বিভূ আছেন আত্মরূপে
ডুবো নাহি মারাকূপে না জানে কারণ ।

দেখ সত্যের সত্তা বই, তুমি আমি কেহ নই,
কৃপা করি আমার এই গুন নিবেদন ।

যতো হলো বলা কওয়া ভস্মেতে আর্চতি
দেওয়া উচিত আত্মময় হওয়া এই প্রয়োজন ।

রাগিনী সিন্ধু ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

আমি ভাবি সদা ভাবি পরমাত্মা পরমেশ্বর ।

মন প্রতিকূল হয়ে ভাবিতে না দেয় পরাংপর ।

পঞ্চ বিবর গরল ইন্দ্রিয় তাতে ব্যাকুল মন
তার অন্তকূল কুপথগামী নিরন্তর ।

চঞ্চল স্বভাব তার লয়ে রিপু পরিবার সে
নিরোগ সবাকার করিছে বিষয় ব্যাপার ।

গুন মন ছরাচার কি ভাব বিষয় আর অনিত্য-
ময় এ সংসার নিত্য অবিনাশী স্বর ।

রাগিণী কেদারা—তাল একতাল।

শুন ওরে মন, বলি তোরে শুন, সত্যোরি সূচনা
যথার্থ।

ভুলে আয় তব্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ
বস্তু' নিরর্থ। কস্ম জন্ম ফল, মিশ্রিত গরল, নহে
কোন ফল এফলে। ভাবিলে নিষ্ফল, হইবে
সকল আয়ুজ্ঞান হেন পদার্থ।

রাগিণী সাঙ্গানা—তাল আড়াঠেকা।

কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথারে।

কে তুমি তোমার কে বা চিন্তিলে না এক-
বারে।

নিদ্রাবশে দেখ যেন বিবিধ স্বপন প্রপঞ্চ
জগত তেমন ভ্রমে সত্য দরশন। অতএব দেখ,
বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে।

রাগিণী কানেড়া—তাল তেওট।

আমি আমি বল কারে, পড়ে মোহ অন্ধকার,
আপনারে আপনি না কর সন্ধান।

অতএব বলি শুন, হও সাবধান আত্মজ্ঞান
অবলম্বে বিনাশ ভ্রমাত্মজ্ঞান ।

এই সে জানিবে নিত্য চিন্তা কর আপনারে ।

রাগিণী পরজ—আড়াঠেকা ।

বিচিহ্ন করিতে গৃহ যত্ন কর মনে মনে ।

কিন্তু গৃহ-মূল ক্ষয় হইতেছে দিনে দিনে ।

অজপা হিমের প্রায়ঃ কৃতান্ত তপন তায়, তীক্ষ্ণ
করে করে নাশ প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।

ক্রমেতে হইলো শেষ, এখন বুঝ বিশেষ, ত্যজ
দেষ বাবে ক্লেশ ভজ নিরঞ্জন ।

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা ।

তঁারে ভাবো ওরে মনঃ যে মনের মনঃ ।

নয়নের নয়ন যিনি জীবের জীবন ।

ঈশ্বরের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর, সকলি
অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন ।

জীব জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা, অচিন্ত্য
রচনা বিশ্ব ধাহার রচনা । যিনি সর্ব মূল্যধার

ভ্রমে নিয়মে যার, সর্বদা পবন শশী নক্ষত্র
তপন ।

ভ্রায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল,
অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত, না জানে তাঁহার । মীমাংসা
সংশয়াপন্ন, হয়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য মনোতীত
তিনি সকল কারণ ।

রাগিণী আড়না—তাল আড়াঠেকা ।

বৃথায় বিষয়ে ভ্রম স্থথেরি আশায় ।

রহিয়ে কুপিত ফণি ফণার ছায়ায় ।

কর দস্ত মনে গণি, আছ নানা ধনে ধনী,
কিন্তু ক্ষণে কাল ফণী দংশিবে তোমায় ।

হুঃখ যেন ছুর্দিন, সুখ খদ্যোতিকা হেন, মন
রে নিশ্চয় জান, সংসার কান্তারে । অতএব বলি
সার তাজ দস্ত অহঙ্কার, ভজ সেট নির্বিকার হইবে,
উপায় ।

যদি না মানে বারণ, প্রমত্ত বারণ মন, জ্ঞানা-
স্থ শ করে ধরি কর নিবারণ । মনেতে বৈরাগ্য
আন, ঘুচিবে হুঃখ ছুর্দিন, নিত্য সুখী হবে ঈন,
রিপু করি জয় ।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা ।

আত্ম উপাসনায় রে মন কর হে যতন ।

সংসার জলধি পারে নিতান্ত হবে গমন ।

বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জ্ঞান এ সংসার,
শ্রবণ মনন তাঁর কর পুনঃ পুনঃ ।

সিংহ দৃষ্টে গজ বেমন, ভয়ে করে পলায়ন,
সাধনার গুণে তেমন পাপরিপু হবে দমন ।

ব্রহ্মে অনুরাগ বার, কাল ভয়ে কি ভয় তার,
দেহ পরিগ্রহ আর না হবে কখন ।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা ।

দেহরূপ এক বৃক্ষে নিরন্তর দুই পক্ষী করে
কাল বাপন ।

ঔপাধিক ভেদ মাত্র স্বরূপত অভেদ হন ।

দৈহিক বৃক্ষের ফল যত, জীব কর্তা ভোক্তা
অবিরত, পরমাত্মা ভোগ ব্রহ্মিত, সর্ব সাক্ষী সর্ব
কারণ ।

• জলাদি সংসর্গ গুণে, দৌর্গন্ধ হয় চন্দনে,
তেমতি প্রকৃতির গুণ আত্মায় আরোপণ ।

ঘর্ষণ করিলে পরে, ক্লেদাদি যাইবে দূরে, প্রকা-
শিবে বাহ্যাস্তরে, এক যথার্থ চন্দন ।

তেমতি জানিবে মন, অবিদ্যা নাশিবে যখন,
স্বপ্রকাশ চিদাভাস উদিত হইবে তখন ।

রাগিনী বেহাগ -- তাল কাওয়ালি ।

কর সে আশ্রু তত্ত্ব কাল আসিতেছে ।

নিরাধার বিভূ সর্বাধার হইয়াছে ।

ন নীল ন পীত ন রক্ত, সর্বোপাধি বিনির্মুক্ত,
মহাশূন্য স্বরূপে সর্বত্র ব্যাপিয়াছে ।

অনল জল তপন, এ তিনের তিন গুণ, আকা-
শেতে শব্দরূপে স্তম্ভা শশধরে । আদি অন্ত মধ্য
শূন্য, বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন, বিশ্ব সাক্ষীরূপে বিধেয়ে
দেখিতেছে ।

মন বাক্য অগোচর, পরম বোয়ের পর, জন্মা-
দ্যাত্ত যত বলি বেদে কহে ধীরে । পাবন সর্ব
কারণ, তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন, স্বপ্রকাশ স্বরূপ সর্বদা
ভাসিতেছে ।

রাগিনী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা ।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায তথায় থাকি ।

তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি ।

দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা, প্রাতি-
ক্ষণ দাক্ষী দেয় তোমার মহিমা, তোমার প্রভাব
দেখ না থাক একাকী ।

রাগিনী হমন—তাল আড়াঠেকা ।

ভুলনা নিষাদ কাল, পারিতরাছে কমলজাল, সাব-
ধান যে আমার মানস বিহঙ্গ ।

দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কমলতরু ফল, গরল-
ময় কেবুল, দেখিতে সুরঙ্গ ।

ক্লদায় অকুল বাদ হইয়াছে মনঃ, নিতা স্থখ
জ্ঞানারণ্যে কবহ করহ গমন । সুন্দর তরু নিভয়,
• অনুতাপ ফলচর পাইবে ভোগিবে কঁত আনন্দ
বিহঙ্গ ।

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা ।

• সংসার সকলি অশার ভাবিয়া দেখ মন ।

কখন আনি প্রাণ নিয়ে কাজ করবে গমন ।

আমকুন্তে বারি যেমন জীবের জীবন তেমন ।
 কে কখন পঞ্চত পাবে তাহার নাহি নিকৃপণ ।
 প্রস্ফুটিত পুষ্পগণ, শোভিত করে কানন,
 অবশ্য হবে মানন, এক বা দ্বিতীয় দিনে ।

তেমতি জানিবে মনঃ, ধন জীবন যৌবন, কিছু
 দিন স্থিত পায় পশ্চাতে হয় নিধন ।

এখন এই উপায়, ভাব চিদানন্দময়, দূরে যাবে
 কাল ভয় আচরে নিকাগ ।

রাগগৌ বেহাগ - তাল একতালা ।

পরিনিদা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন তাজ্জনা ।
 বারংবার যাতায়াতে পাইবে ঘোর যাতনা ।

তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদেবে হৃষ্ট অতি, পর-
 মায়ু অল্প স্থিতি গর্ব্ব থক ভাবনা ।

সম্বন্ধ জীবনাবধি, আশার নাহি অবধি, তবে
 কেন নিরবধি ভ্রান্তি বুদ্ধি কুমন্ত্রণা ।

দস্ত দর্প থক করি, দ্বৈতবুদ্ধি পরিহরি, বিশ্বেরে
 বৈরাগ্য করি, কর আত্মার উপাসনা ।

রাগিনী বেহাগ—তাল কাওয়ালি ।

কে নাশে কামাদি অরি অবিবেক বলে ।

কে দহে কলুষ বন বিনা জ্ঞানানলে ।

শ্রবণ মনন ধ্যান, জ্ঞান অনল কারণ, যতনে
কর সাধন, না রহিও ভুলে ।

শুন রে অশাস্ত মনঃ, নিবৃত্তি হৃদয়ে আন,
করিয়া অতি যতন রাখ সমাদরে । রিপু হবে
পরাজয়, এ কথা অতুথা নয়, সত্য সত্য এই সত্য
সর্বশাস্ত্রে বলে ।

নিবৃত্তিরে সঙ্গে লয়ে, জ্ঞান চক্রে সুধা পিয়ে,
আনন্দে মগন হইয়ে সাধ সমাধিরে । মহাপুণ্ড্র
যাবে মনঃ, না হবে অনুগমন, ভ্রম হবে মৃধা ভ্রম
তত্ত্বজ্ঞান হলে ।

রাগিনী বাগেশী—তাল আড়াঠেকা ।

মায়ী ^{মায়ী} সোলাসে বৃথা দিন যায় ।

চিন্তলে না ^ক শিব অন্তের উপায় ।

পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগ্য আশ্রয় ।

দেহ দেহী যে স্বজ্ঞান, ইচ্ছারে চেতনা দিল

বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে। অমুচিত
মম চিত, না চিস্তিলে হিতাহিত তাঁরে ভুলো এ
কি ভুল হায় হায় হায়।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

এক অনাদি পুরুষ সনাতন, ধ্যান না ধরিয়ে,
দারা সূত ধন লয়ে, প্রবীণ অজ্ঞান হয়ে, নিদ্রিত
ফাগ সম্মুখে করেছ শয়ন।

না হইল শ্রবণ মনন গেল দিন ভ্রমে হলাহল
পান করো না করো না। না ভাবিলে না ভজিলে
না চিস্তিলে হে নিগুণ নিগুণানন্দ জ্ঞানাজন দিবে
যে দেখায় নিরঞ্জন।

রাগিণী দেশ মজ্জার—তাল তেতালা।

বিনাশ বিনাশ মন বিষয়েরি অভিলাষ।

জ্ঞানামৃত পান করি সেই রস আভাস।

অবলম্ব করি ধারে, স্থিতিকর এ পোরে, কণে
না ভাবহ তাঁরে অনিত্য করি নিঃস।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

ওরে মন ভ্রম দ্বিদলে বসিয়া কত বঞ্চাও রক্ত।

শুন বলি কোথারে জ্ঞানদীপ জালিলে পরে
দাহ হবে ইচ্ছা করে তুমি যে পতঙ্গ ।

সংসার কেতকী বনে, আছ মধুর অন্বেষণে,
পাপ রজ বই সেখানে নাহিক প্রসঙ্গ ।

হারাইবে তত্র নেত্র, সন্দেহ নাহিক অন্ধ, সং-
পথে না হলে সম্বর বৃথা হয় অঙ্গ ।

রাগিনী বাহার—তাল একতাল্য ।

শুন ওরে মনঃ ভজ সদা অশোকমভয় যে জন
হয় সৃজন পালন লয়েরি কারণ ।

বিষয় কুপেতে হইয়ে পতিত রহিলে ভুলে এ
কি অবিবেক বল মন রে তাজ বাসনা, গরল ময়
হায় হায় ভ্রম বৃথারে মান হে বারণ ।

রাগিনী সিদ্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা ।

এ উপাসনা প্রসিদ্ধ এ অমৃতব । বিষয়
বাসনা ছাড়ি ^{সে} বু রসে কর গৌরব ।

জ্ঞানচক্রপ্রকাশারে, অজ্ঞান তমোনাশিরে,
সহজে থাক বসিয়ে রিপুকরি পরাভব ।

রাজা রামমোহন বায়ের

সঙ্গীতাবলী

মহাশয় রাজা রামমোহন বায় ও তৎসহযোগী-
মিগের রচিত ব্রাহ্মসঙ্গীত সমুদায় একত্রে মুদিত ।
আদি ব্রাহ্মসমাজেব পুস্তকালয়ে প্রাপ্য ।
মূল্য ১০ ডাকঘাণ্ডল ১০ ।
